গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
www.lgd.gov.bd

অতি গোপনীয়
অতি জরুরি
৫০ কপির ..... কপি

মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ

নং-৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০০১.০০৪.১৯-২৯১

তারিখঃ ১৫ অগ্রহায়ন ১৪২৭ / ৩০ নভেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ।

২০২০ সনের নিকটপূর্ব থেকে পর্যায়ক্রমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশকে এই মহামারী বিস্তার হইতে রক্ষা করার জন্য প্রথম থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। এই নির্দেশনার আলোকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উক্ত মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে সভা করে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সকল ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদসহ সবগুলি প্রতিষ্ঠানকে নিম্নরুপ কর্মবন্টন ও তদারকি করা হয়ঃ

১. স্থানীয় সরকার বিভাগঃ

১.১. নিয়ন্ত্রণ কক্ষঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূর্যোগ ও ত্রাণ সেলের সাথে সবর্দা যোগাযোগ রক্ষা ও সারাদেশে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে যে কোন ত্রুটি বা অনিয়ম সম্বন্ধে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অবহিত করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Control Room) খোলা হয় (সংলাগ-১)।

১.২. সমন্বয় সেলঃ অন্যান্য মন্ত্রণলয়/দপ্তর কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্ম-পরিকল্পনা স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা, প্রয়োজনে মাননীয় মন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে অসঙ্গতি দূর করার জন্য ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট সমন্বয় সেল গঠন করা হয় (সংলাগ-২)।

১.৩. Quick Response Team (QRT) গঠন: কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দায়িত্বপালনকালে করোনা উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত পরীক্ষা করানোসহ হাসপাতালে ভর্তি, সার্বিক সমন্বয় ও তদারকির জন্য একটি Quick Response Team (QRT) গঠন করা হয় (সংলাগ-৩)।

১.৪. SOP প্রণয়নঃ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জোনিং পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য কোভিড নমুনা পরীক্ষা, কোভিড-ননকোভিড স্বাস্থ্য সেবা প্রটোকল, জনচলাচল, কোয়ারেন্টিন/আইসোলেশন, এম্বুলেন্স সেবা, যানচলাচল, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, খাবার ও ঔষধ সরবরাহ, দরিদ্র লোকদের মানবিক সহায়তা প্রদান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত Standard Operating Procedure(SOP) প্রণয়ন করা হয় (সংলাগ-০৪)।

১.৫. ফেইসবুক পেইজে প্রচারণাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব ফেইজবুক পেইজের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে জনসচেতনতামূলক ব্যপক প্রচারণা চালানো হয়।

০২. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোভিড ব্যবস্থাপনাঃ

২.১. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইনসহ করোনা সংক্রমন প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোথাও কোন ব্যক্তি বা পরিবার কোন সমস্যায় পড়লে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ৩(তিন) ধরনের কমিটি গঠন করা হয়ঃ

(ক) সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(খ) ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি; এবং
(গ) প্রতিটি উপ-অঞ্চল (Sub-zone) পর্যায়ে সাব-জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি।

প্রতিটি ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে মসজিদের ইমাম, এনজিও প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি কমিটি এবং প্রতি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাব-জোনে ভাগ করে ঐ এলাকার একই ধরনের ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ১০ (দশ) টি সাব-জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

২.৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের Bangladesh Risk Zone-Based Covid-19 Containment Strategy/Guideline অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং আইসিটি বিভাগের সিদ্ধান্তের আলোকে সংক্রমিত এলাকাকে গ্রীন, ইয়েলো এবং রেড জোনে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা স্থানীয় সরকার বিভাগকে বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই প্রেক্ষিতে রাজধানীর পূর্ব রাজা বাজার এবং ওয়ারী এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

২.৪. ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসাপাতালকে ২০০ শয্যার কোভিড হাসপাতাল হিসেবে প্রস্তুত করা হয় এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র/মাতৃসদনগুলোকেও জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়।

২.৫. সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ফুটপাত, ফুটওভারব্রীজ, রেড জোন, গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল, বাজার, মসজিদ, বাস টার্মিনালে রাখা গণপরিবহন, ডাস্টবিন, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল, কয়েকটি বস্তি এবং জনসমাগম হয় এসব স্থানসমূহে জীবাণুনাশক ও ব্লিচিং পাউডার ছিটানোসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

২.৬. সকল সিটি কর্পোরেশনেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়ে এবং সিটি কর্পোরেশনের খেলার মাঠ, নদীর ধার ইত্যাদি খোলা স্থানে অনেক কাঁচা বাজার স্থানান্তর করা হয়।

২.৭. সকল সিটি কর্পোরেশনে জনসমাগম রোধ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে এবং নবগঠিত সাব জোন কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের কাঁচাবাজারে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রচারণা চালানো হয়।

২.৮. ঈদ-উল-আযহার পূর্বে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একাধিক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে যথাসম্ভব Online-এ এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে কুরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য একটি সচেতনতামূলক TVC তৈরী করে সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার করা হয়।

২.৯. এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী প্রায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মিডিয়াতে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টি, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের তিরস্কারের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। যার ফলে সুযোগ সন্ধানীরা জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারেনি।

০৩. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা এলাকায় কোভিড ব্যবস্থাপনাঃ

৩.১. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতনিধিগণ কর্তৃক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই দেশের প্রতিটি ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সংকটকালীন ত্রাণ বিতরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অতি আবশ্যকীয় কাজর্কম করা, পানি বাহিত গাড়ী দিয়ে জীবানুনাশক ঔষধ ছিটানো, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মাস্ক পরিধান করা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা ও গুরুতর কোন রোগীর জন্য অ্যাম্বুলন্সের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্য প্রতি ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌরসভার সদস্য, মসজিদের ইমাম, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নভেল করোনা ভাইরাস (কোভডি-১৯) সংক্রমণ মোকাবলোয় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক কার্যক্রম চালানো হয়। মাঠ পর্যায়ে এসব কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ৩৩ জন জনপ্রতিনিধি মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩.২. বাংলাদেশের ইতিহাসে এবছর (কোভিডকালীন) সর্ববৃহৎ ত্রাণ ও আর্থিক সুবিধা প্রদানের এই কাজটি করতে গিয়ে স্বল্পসংখ্যক জনপ্রতিনিধি, কর্মচারী ও ব্যবসায়ী অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়ার তথ্য অবহিত হওয়ার সাথে সাথে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে আসে (সংলাগ-০৫)।

৩.৩. কিছু কিছু অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও হাজার হাজার জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাগণ রাত্রিবেলায় গোপনে সম্মানিত লোকদের বাড়িতে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেয়া, রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছে দেয়াসহ অসংখ্য ভালো কাজও করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ছাত্রদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিগণও তীব্র শ্রমিক সংকটকালীন সময়ে কৃষকদের মাঠের ফসল কেটে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।

০৪. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর- এর কার্যক্রমঃ

গ্রামীণ রাস্তাঘাট, হাটবাজার, গ্রোথ সেন্টারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সুপেয় পানি সরবরাহ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মাঠ পর্যায়ে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে লকডাউনের ফলে সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং নিম্ন আয়ের মানুষের রোজগারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে গ্রামীণ দরিদ্রতা বেড়ে যায়। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী সকল নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে জুম মিটিং করে এপ্রিলের মাঝামাঝি স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক উন্নয়ন কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা করেন (সংলাগ-০৬)। এর ফলে গ্রামীণ ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আসে এবং দারিদ্র নিরসনে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, প্রতিকূলতা স্বত্বেও অর্থ বছর শেষে স্থানীয় সরকার বিভাগের এডিপি'র সিংহভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

০৫. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর কোভিড ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

করোনা প্রাদুর্ভাবের প্রথম থেকেই সকল নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে মাননীয় মন্ত্রী ভার্চুয়াল সভা করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও নিয়মিত নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ার লক্ষ্যে দেশের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ধারিত স্থানে (হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কোয়ারেন্টাইন এলাকা, স্থানীয় বাজার, জনসমাগম পূর্ণ স্থানে) ৩,০০০ এর বেশি হাত ধোয়ার বেসিন এবং ১,৫২৪টি নতুন পানির উৎস (নলকূপ) স্থাপন করা হয়। এছাড়া, উক্ত স্থাপনাসমূহ কার্যকরী রাখতে ১,৭৪,১৫৫টি সাবান ও ৭২,৯৭৯ কেজি ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হয় (সংলাগ-৭)।

০৬. ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ওয়াসার কোভিড ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

করোনাকালিন ঘন ঘন হাত ধোয়া ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে পানির আবশ্যিকতা থাকায় লকডাউন সত্বেও নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ঢাকা ওয়াসাসহ অন্যান্য ওয়াসার আওতাধীন সকল এলাকায় সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে জীবাণুনাশক পানি ছিটানো হয় এবং জনবহুল স্থানসমূহে হাত ধোয়ার জন্য ভ্রাম্যমান পানির গাড়ি ও সাবান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া, ঢাকা ওয়াসার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় স্যানিটাইজার উৎপাদন করে এবং নিজস্ব অর্থায়নে মাস্ক সংগ্রহ করে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূলে বিতরণ করা হয়। চট্টগ্রাম ওয়াসা তাঁর গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য প্রায় ৮০,০০০ (আশি হাজার) লিফলেট বিতরণ করে (সংলাগ-০৮)।

০৭. আর্থিক সংশ্লেষ:

৭.১. চীনে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশে এর সম্ভাব্য বিস্তারের বিষয়টি বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বিশেষ থোক বরাদ্দের অর্থ বিতরণ বন্ধ রাখেন। পরবর্তীতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধেকল্পে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লোবস্, হাত ধোয়ার সাবান ও পিপিই ইত্যাদি) ক্রয় ও বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ১৩৮.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহে ৪২.৩০ কোটি, জেলা পরিষদসমূহে ১৬.০০ কোটি, উপজেলা পরিষদসমূহে ২৪.৫০ কোটি, ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৭.২. মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের বিশেষ তহবিল হতে ২০(বিশ) কোটি টাকা পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, মাননীয় মন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ হতে ইউনিয়ন পরিষদের প্রায় ৪৫০০০ গ্রাম পুলিশদের বিশেষ অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে ০৬(ছয়) কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

৭.৩. চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে চলতি (২০২০-২০২১) অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে সর্বমোট ১৩৬.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে- যেখানে জেলা পরিষদসমূহের জন্য ৪০.০০ কোটি, উপজেলা পরিষদসমূহের জন্য ৩২.৫০ কোটি, সিটি কর্পোরেশন সমূহের জন্য ৫০.০০ কোটি এবং পৌরসভা সমূহের জন্য ১৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত বরাদ্দ থেকে ১ম কিস্তির অর্থছাড় করা হয়েছে।

০৮. দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ফোরামে গৃহীত কার্যক্রমের উপর প্রতিক্রিয়াঃ

৮.১. অষ্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী Mr Kevin Rudd এর সভাপতিত্বে গত ০৯ এপ্রিল ২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত "Sanitation & Water for all" (SWA) এর ভার্চুয়াল সভায় মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত সরকারের বহুমুখি কর্মসূচি তুলে ধরলে যুক্তরাজ্যসহ অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশের মন্ত্রীগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৮.২. গত ০৫ মে ২০২০ খ্রিঃ মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র নিকট "Bangladesh Strategy Paper to Response WASH issues during & after the COVID-19 out Break" শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন নির্দেশনা, কর্মপরিকল্পনা, ত্রাণ ও বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরলে বিভিন্ন দাতা সংস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাৎক্ষণিকভাবে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB) ১০০.০০(একশত) মিলিয়ন ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IsDB) ৩৮.০০ (আটত্রিশ) মিলিয়ন ডলার অনুদান বাংলাদেশকে প্রদানের ঘোষণা দেন এবং Sanitation & Water for all-SWA এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য তাদের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

৮.৩. গত ১৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ "Global Hand Washing Day" উপলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী ভার্চুয়ালি Finland এর UN স্থায়ী প্রতিনিধি, CEO-SWA, Executive Director-UNICEF, WHO এর Deputy Director General এর সাথে এক সভায় সংযুক্ত হন। এ সময়ে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের জন্য কাজে লাগবে বলে মন্তব্য করেন।

০৯. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা/দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য সংক্রমণ মোকাবেলায় করণীয়ঃ

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস এর Second Wave রোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- কোভিড-১৯ এর কারণে যেনো সরকারের এডিপি বাস্তবায়ন বিঘ্নিত না হয় সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং নিয়মিত অনলাইন মনিটরিংয়ের মাধ্যমে দাপ্তরিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান।
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সেবা অব্যাহত রাখা হবে।
- মাস্ক পরিধান করা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ও নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলাসহ 'No mask no service' স্লোগান বহুল প্রচার এবং কার্যকর করা;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শহর ও গ্রামঞ্চলে ব্যাপক প্রচারণার গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে এবং প্রচার কাজে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিগণকে উল্লিখিত কার্যক্রমে এগিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০. বর্ণিত অবস্থায় 'কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনা' মন্ত্রিসভার অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হলো।

১১. সার-সংক্ষেপটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী অবলোকন ও অনুমোদন করেছেন এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

০১/১১/২০২০

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব